গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, যশোর
এবং
নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি।

জুলাই ১, ২০১৮-জুন ৩০, ২০১৯

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০২
উপক্রমণিকা	০৩
সেকশন ১ঃ রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী	০৪
সেকশন ২ ঃ বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	০৫
সেকশন ৩ ঃ কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	০৬
সংযোজনী ১ ০ঃ শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)	১১
সংযোজনী ২ ঃ কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী উইং/অফিস/ইউনিট/প্রকল্প এবং পরিমাপ পদ্ধতি	১২
সংযোজনী ৩ ঃ কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা	১৪

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview Performance)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

- **সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ**

তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অধীন যশোর রিজিয়নের সম্পসারন কার্যক্রম চারটি জোন (যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাংগা, কুষ্টিয়া এর অধীন ৭৭টি ইউনিট) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক কার্যালয়ের তত্বাবধানে তুলাচাষ সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন ও বিতরণ, অন-ফার্ম-ট্রায়াল স্থাপন, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ব্লক প্রদর্শনী স্থাপন, চাষী প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও জিনিং এবং বিকেবি এবং বিভাগীয় ঋণ বিতরণে সহায়তা প্রভৃতি কার্যক্রম মনিটরিং ও বাস্তবায়ন করে চলছে। বিগত তিন বছরে (২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮) পর্যন্ত যশোর যশোর রিজিয়নে ৬০,৫৪৩.০০হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ১লক্ষ ৫১হাজার ৫৭৭মেঃ টন বীজতুলা উৎপাদিত হয়েছে। ১২জন কৃষকের ১২বিঘা জমিতে অন-ফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছে। ২০১১হেঃ জমিতে প্রত্যায়িত মানের বীজ উৎপাদন ব্লকের মাধ্যমে মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা হয়েছে এবং মোট ১৯৩৪টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ২৬,৯৩২জন চাষীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। বিগত চার বছরে (২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮) তুলা চাষীদের মাঝে ২.০৭কোটি টাকার বিভাগীয় ঋন বিতরন করা এবং সমুদয় আদায় করা হয়েছে। রিজিয়নের বিভিন্ন এলাকার তুলাভিত্তিক লাভজনক শস্যবিন্যাস সম্প্রসারণ করে এবং লাভজনক শস্যবিন্যাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করে আগাম তুলা বীজ বপনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তামাক চাষ এলাকায় তুলাচাষ প্রর্বতন করে তামাকের পরিবর্তে তুলাচাষে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- **সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ**

তুলা একটি দীর্ঘ মেয়াদী এবং পোকামাকড় সংবেদনশীল অর্থকরী আশ জাতীয় ফসল। বাংলাদেশে স্বল্প মেয়াদী জাতের অভাবে তুলা চাষে এ জাতের ব্যবহার করা হয়। পোকা মাকড়ের আক্রমনের ব্যপকতা বিশেষ করে জ্যাসিড পোকার আক্রমন বৃদ্ধি পেয়েছে। তুলাবীজ বপন মৌসুমে আবহাওয়ার বিরুপতা তুলা চাষকে অনেক সময় বিঘ্নিত করে। তুলা উচু এবং মাঝারী উচু ধরনের জমিতে আবাদ করতে হয় বলে শাক-সব্জী, ফুল, ফল ও অন্যান্য উচ্চমূল্যের ফসলের সাথে প্রতিযোগীতা করে টিকে থাকতে হয়। উৎপাদনের সাথে জড়িত উপকরনাদির মূল্য এবং শ্রমিক মজুরী ক্রমাগত বৃদ্ধির কারনে বীজতুলার উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেলেও দাম সেই তুলনায় বাড়ছে না। স্থানীয় বাজারে উৎপাদিত বীজতুলার স্বল্প সংখ্যক ক্রেতা (জিনার) থাকার কারনে মৌসুমে বীজতুলা বাজারজাতকরনে সমস্যা দেখা দেয়। পরিবর্তিত জলবায়ুতে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক কটন, স্বল্প মেয়াদী এবং তুলার দেশীয় হাইব্রিড জাতের উদ্ভাবন অতীব জরুরী। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ বেসরকারী ভাড়া বাসায় পরিচালিত হওয়ায় এবং অপর্যাপ্ত ভাড়া কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে।

- **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের তুলার চাষ এলাকা সম্প্রসারণ করা। খাদ্য শস্য উৎপাদন বাধাগ্রস্থ না করে নদী তীরবর্তী ও চর এলাকার বন্যামুক্ত এবং ফসলের নিবিড়তা কম এমন উঁচু জমি তুলাচাষের আওতায় আনা, **এগ্রোফরেষ্টসহ অনাবাদী নতুন নতুন এলাকায় তুলাচাষ সম্প্রসারণ** এবং তামাক চাষকারী চাষিকে বিকল্প ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রনোদনা প্রদানের মাধ্যমে তুলাচাষের আওতায় আনা। তুলা ভিত্তিক শস্য বিন্যাসে তুলাকে অন্তর্ভূক্ত করতে চাষী উদ্বুদ্ধকরন নতুন নতুন ফলের বাগানে তুলাচাষ এবং সাথি ফসল চাষে চাষিকে আগ্রহী করা। চাষিদের উন্নত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষন অব্যাহত রাখা। মাঝারি ও প্রান্তিক চাষিদেরকে ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং **তুলাচাষকে জনপ্রিয়করণে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন।** উন্নত কৃষিতাত্বিক সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তুলার একর প্রতি ফলন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহন- যেমন- গোড়াবাধাই, মাটি পরীক্ষাকরণের মাধ্যমে সারের মাত্রা নির্ধারণ, ফলিয়ার স্প্রে, অঙ্গাজ শাখা কর্তন ইত্যাদি। আইপিএম এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমানো যাতে চাষী বেশী লাভবান হয়। ১৫ আষাঢ় (১ জুলাই) হতে ৩০ শ্রাবণের (১৫ আগষ্ট) মধ্যে তুলাবীজ বপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং আগাম তুলা বপন করে চাষিদেরকে রবি ফসল চাষের সুযোগ সৃষ্টি করা।সঠিক ও সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা গ্রহনের মাধ্যমে তুলা ফসলের জীবনকাল কমিয়ে আনা। **প্রতিকূল আবহাওয়ায় চাষীরা যাতে বীজ বপন অব্যহত রাখতে পারে সেজন্য উচু বেড করে বীজ বপন, বীজতলায় চারা তৈরী করে পরে মূল জমিতে রোপন অথবা সুবিধাজনক গাছের পাতা বা কাগজের প্যাকেটে বীজ রোপনের প্রযুক্তি গ্রহনে উদ্বুদ্ধকরন করা হবে।**

২০১৭-১৮ মৌসুমে সম্ভাব্য অর্জনসমূহ

১. ২০১৭-১৮ তুলাচাষ মৌসুমে যশোর রিজিয়নের আওতায় ১৬,১০০ হেক্টর জমিতে তুলাচাষ করা হবে যা থেকে প্রায় ৪৩ হাজার মেট্রিক টন বীজ তুলা উৎপাদন করা হবে। ২৫হে. জমিতে প্রত্যায়িত মানসম্পন্ন তুলা বীজ উৎপাদন এবং ৫০০ টি প্রর্দশণী প্লট স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২. ১০০০০ চাষিকে তুলা চাষের উন্নত প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষন প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৩. মাঠ পর্যায়ে হাইব্রিড তুলার চাষ এলাকা বৃদ্ধি, তুলা ফসলে পটাশ সারের মাত্রা বৃদ্ধি, গোড়া বাধাই, ফলিয়ার স্প্রে ও পোকা দমনের আইপিএম পদ্ধতিসহ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবহারের মাধ্যমে তুলার একর প্রতি ফলন বাড়ানোর উদ্যেগ গ্রহন করা হবে।

৪. তুলার বপন সময় এগিয়ে এনে তুলার পর রবি ফসলসহ গম, আলু, বোরো ধানের আবাদে সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৫. বিভিন্ন মেলা, প্রর্দশণী, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রকাশ, নীতি নির্ধারকদের তুলার ব্লক পরিদর্শনের মাধ্যমে তুলাচাষে আগ্রহ সৃষ্টি করা হবে।

৬. ৭২.০মে.টন তুলাবীজ চাষীদের মাঝে বিতরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

উপ-পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, যশোর

এবং

নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামার বাড়ী, ঢাকা

এর মধ্যে ২০১৮ সালের জুন মাসের ১১ই তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেনঃ

১.১ রূপকল্প (Vision):

তুলা ও তুলা ফসলের উপজাত এর উৎপাদন বৃদ্ধি।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

গবেষণার মাধ্যমে জলবায়ু উপযোগী ও কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ, বিদ্যমান চাষ এলাকার পাশাপাশি দেশের স্বল্প উৎপাদনশীল জমিতে তুলা চাষ সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরণে সহায়তার মাধ্যমে তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)t

১.৩.১ সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. তুলা উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ;
২. তুলাবীজ সরবরাহ ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. দক্ষতার সংগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
২. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৪. তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলী (Activities):

১. বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে প্রয়োগ উপযোগী পরিবেশ বান্ধব স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য মৌলিক, উপযোগী এবং প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
২. প্রশিক্ষণ, পার্টিসিপেটরী রিসার্চ, প্রদর্শনী, মাঠদিবস ইত্যাদির মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে তুলা চাষের আধুনিক কলা-কৌশল হস্তান্তর ও বিস্তার করা;
৩. তুলাচাষের জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তুলার ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি চাষিদের নিকট হসঅামঅরের জন্য সম্প্রাসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
৪. কৃষাণ-কৃষাণীদের বিভিন্ন উপকরণ (উন্নত জাতের বীজ, সার, কীটনাশক প্রভৃতি) দিয়ে সহায়তা প্রদান;
৫. বীজতুলার জিনিং ও মার্কেটিং;
৬. কৃষক হতে জিনার কর্তৃক বেসরকারীভাবে বীজতুলা বাজারজাতকরণে এবং এর উপজাত (তৈল ও খৈল) প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান;
৭. তুলাচাষিদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান;
৮. খরা ও লবনাক্ত এলাকায় তুলা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন
৯. বেসরকারী বীজ কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত হাইব্রীড জাতের তুলা মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করা।